মুসলিম বোনদের প্রতি
(একটি চিঠি)

লেখিকা
উমায়মাহ হাসান আহমেদ মুহাম্মদ হাসান
শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরির সহধর্মিনী

-আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করুন-

প্রকাশনায়
আস্-সাহাব মিডিয়া

অনুবাদ
আনসারুল্লাহ বাংলা ব্লগ

মুসলিম বোনদের প্রতি

[একটি চিঠি]

লেখিকা

উমায়মাহ হাসান আহমেদ মুহাম্মদ হাসান

শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরির সহধর্মিনী

-আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করুন-

অনুবাদ

আনসারুল্লাহ বাংলা ব্লগ

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র এবং প্রশংসা ও অনুগ্রহ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আমাদের শিক্ষক মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর এবং বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত যারা তাঁর দেখানো পথে চলবে এবং তাঁর সুন্নাহকে অনুসরণ করবে তাদের প্রতি।

আমার নীতিবান বোনেরা আপনাদের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক...

আমি আপনাদের সাথে যখন কথা বলতেছি তখন আমদের উম্মাহ অনেক ঘটনা এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দিন অতিক্রম করতেছে। আমার ও আপনাদের মধ্যে ইতিমধ্যে পরিচয় ঘটেছিল।এখন অনেক গুরুত্বপূর্ন সময়ে আমি আমার সম্মানিত বোনদের সাথে কথা বলব, যাইহোক আমি আমার পরিবার এবং আমার প্রিয় দেশকে বলতে চাই আমাদের জন্য চিন্তা করবেন না, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও বদান্যতায় আমরা ভালো আছি এবং আমাদের আত্মা ও হৃদয় আপনাদের সাথে আছে যদিও দূরত্বের কারণে আমরা বিচ্ছিন্ন।

এই পৃথিবী এমনই আমরা একসাথে মিলিত হব এবং আবার বিচ্ছিন্ন হব, আমরা সান্ত্বনা এইভাবে খুঁজতে চেষ্টা করি যে আমরা সত্যের উপর আছি এবং সত্যের জন্য আহবান করে থাকি, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলা বলেনঃ

" আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে। " **(সূরাহ আল ইমরানঃ ১৩৯)**

যদি আল্লাহ্‌ চায় আমাদের সাক্ষাৎ যেকোন মূহুর্তে হতে পারে কারন আল্লাহ্‌র স্বস্তি বিধান করা খুবই নিকটবর্তী এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাঁর বিজয় শ্রেষ্ঠ।

এবং আমার পরিবার ও প্রিয় লোকদের পর আমি আমার কথাগুলোকে সরাসরি আমাদের ইসলামিক উম্মাহর মূল্যবান নীতিবান বোনদের প্রতি বলছি এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করবো এই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার জিহাদের ভূমিগুলোর প্রিয় বোনদেরকে, এবং আমাদের মাদেরকে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের পুত্রদেরকে দিয়েছেন এবং বিজয় হবে তাঁর (আল্লাহ্‌র) দ্বীনেরই। এবং তা সত্ত্বেও তাঁরা এই দ্বীনকে সাহায্য করতে ক্লান্ত অথবা অলসতা দেখায় না । তাঁরা তাদের স্বামী ও পুত্র এবং ভাইদেরকে দিয়েছেন!!! এবং তাদের অনেকে আল্লাহ্‌র পথে আহত হয়েছেন!!! অতএব আমাদের সবার পরিস্থিতি এক। মহিলারা যারা আবাসস্থল এবং জিহাদের মধ্যে আছেন, যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় আহত হয়েছেন, এবং যা তাঁরা উৎসর্গ করেছিলেন আল্লাহ্‌র রাস্তায় যিনি ছাড়া আর কোন মালিক নেই তাঁদেরকে বলছি আমাদের দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য একটি মূহুর্তও আমাদের থেকে বিলম্বিত করা যাবে না যদিও আমরা আমাদের প্রিয়জনকে এই পথে হারাই অথবা পরিবার থেকে দূরে অবস্থান করি। এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষন করতেছি, গ্রহন

করছি সেইটি যেটি আল্লাহ্‌তাআলা সম্মানজনকভাবে এবং মর্যাদাপূর্নভাবে তাঁর সকল ভৃত্যদের জন্য রেখেছেন, যেটি তাঁর পথে জিহাদ করতে, তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করতে এবং তাঁর বানীকে উচ্চে তুলে ধরতে আমাদেরকে সৌভাগ্যশীল করেছে। এতসব পরীক্ষা সত্ত্বেও সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুগ্রহ ও সম্মানের কারণে আমাদের পর্যাপ্ত জীবিকা আছে । অতএব আমার প্রিয় বোনেরা অবিচল থাকুন এই পথে। বস্তুত না কোন সুপার পাওয়ার, না কোন আন্তর্জাতিক জোট আমাদের থামাতে পারবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ আমাদের সাথে আছেন। তিনিই আমাদের ভরসা এবং রক্ষাকর্তা। আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ ছাড়আ অন্য কাউকে ভয় করি না । সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যেইটিরই আমরা মুখোমুখি হই না কেন তাতে আমরা অবিচল এবং আল্লাহ্‌ আমাদের জন্য যে ওয়াদা করেছেন তা থেকে আনন্দ পেতে চেষ্টা করি, আল্লাহ্‌ তাঁর কোরআনে বলেন এইভাবেঃ

"তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্যে! তোমরা শোনে নাও, আল্লাহর সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী।" ***(সূরা বাকারাঃ ২১৪)***

অতএব আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বিজয় খুবই নিকটবর্তী এবং আমাদের রব আমাদেরকে কখনো পরিত্যাগ করবেন না । এইভাবে শাহাদাত অথবা বিজয়ের যেকোন একটি হবে। অন্যযেকোনটি থেকে এইটি হবে অনেক বেশি আনন্দের।

আমি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার আমাদের বোনদের জন্য ও আমাদের জন্য দোয়া করি এবং বিশেষভাবে ফিলিস্তিন,ইরাক,চেচনিয়া,আফগানিস্তান এবং সোমালিয়ার আবাসস্থলের বোনদের প্রতি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বিজয় অথবা শাহাদাতের প্রতি ধৈর্যশীল অথবা অবিচল থাকার জন্য।

"আল্লাহ নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" **(সূরা ইউসূফঃ ২১)**

আমি আমার নিজেকে এবং আমার প্রিয় মুসলিম বোনদেরকে এইটি স্মরন করিয়ে দিতে চাই যে মুজাহিদা, মুহাজিরা এবং বিশ্বাসীরা আমাদের নিকট সবচেয়ে ভালো আদর্শ এবং তাদের মাধ্যমে আমরা পরিচালিত হই এবং তাদের মাধ্যমে সান্ত্বনা অনুভব করি। তাদের বিশুদ্ধ জীবনের ঘটনাগুলোতে অনেক উপদেশ এবং গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানের বিষয় রয়েছে। তাঁরা কখনো আমাদের দ্বীনকে সেবা দিতে ক্লান্ত হননি, এইভাবে ইনশাল্লাহ আমরা তাদের পথে থাকব। আমাদের জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদর্শ সাইয়িদাহ খাদিজা (আল্লাহ্‌ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হন)। তিনি আল্লাহর রসূলকে (সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম) সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন তাঁর দাওয়াতকে পরিপূর্ন করতে । এবং তিনি সবসময় তাঁকে এইটি বলতেন " আল্লাহ্‌র শপথ আল্লাহ্‌ আপনাকে কক্ষনো অবমানিত করবেন না। আপনি আপনার আত্নীয় স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করে থাকেন, মেহমানদের উদারতার সাথে সেবা করে থাকেন, গরীব ও বঞ্চিতদের সাহায্য করেন এবং বিপদে আপদে পতিত লোকদেরকে সাহায্য করেন"।

এবং অনুরুপভাবে সাইয়িদাহ সাফিয়াহ- আল্লাহ্‌ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন- তিনি ছিলেন এক সাহসী মহিলা। যখন এক ইহুদি মুসলমানদের এক দূর্গকে অতিক্রম করে দূর্গকে পর্যবেক্ষন করা শুরু করে এবং মুসলমানরা শত্রু বাহিনীর নাগালের মধ্যে ছিল। তিনি বের হয়ে এসেছিলেন এবং একটি কাঠের দন্ড দিয়ে ঐ ইহুদিকে মেরে ফেলেন। তিনি ভয় পাননি এবং দূর্বলতায় হোচট খাননি। এইভাবে তিনি আজকের দিনের অনেক পুরূষ থেকেও অনেক বেশি সাহসী ছিলেন।

এবং একইভাবে সাইয়িদাহ উম্ম আম্মারাহ (আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) উহুদের যুদ্ধে আল্লাহ্র রসূলকে (সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম) রক্ষা করতে গিয়ে ১২ বার আহত হয়েছিলেন এবং তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে তাঁর হাত হারিয়েছিলেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে ১১ বার আহত হয়েছিলেন।

এইভাবে এরা হচ্ছে তাঁরা যাদেরকে আমরা অনুসরন করব, আমাদের স্বামীদের সাহসী পদক্ষেপগুলোতে আমরা তাঁদেরকে সাহায্য করব এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ছাড়া আমার আর কাউকে ভয় করবো না।

আমার দ্বিতীয় চিঠি জালিমের জেলখানায় বন্দী আমার মুসলিম বোনদের প্রতিঃ

আমি তাঁদেরকে বলবঃ আপনারা আমাদের হৃদয়গুলোতে অবস্থান করছেন এবং আমারা আপনাদেরকে কক্ষনো ভুলবো না। ইনশাল্লাহ্ আমারা আপনাদেরকে বন্দীখানা থেকে মুক্ত করার যেকোন চেষ্টাকে পরিত্যাগ করবো না। আপনারা হচ্ছেন আমাদের সম্মান এবং আমরা আপনাদেরকে কক্ষনো ভুলবো না। এবং আল্লাহ্ জানেন যে আমরা সকল শয়তান ও ক্ষতি থেকে আপনাদেরকে রক্ষা করার জন্য এবং আপনাদের মুক্তির জন্য সবসময় দোয়া করি।

আমার তৃতীয় চিঠি বিশ্বের সাধারন মুসলিমদের প্রতিঃ

প্রথমে আমি তাঁদেরকে আহবান করব ইসলামের সকল নিয়ম কানুন মেনে চলার জন্য । এইটি দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য খুশী ও সফলতার কারন হবে। বিশেষভাবে হিজাব পরিধান করা মেনে চলতে হবে কারন এইটি হচ্ছে সেই মুসলিম নারীদের প্রতীক যারা তাদের রবকে মেনে চলে, তাঁর আইনকানুনকে মেনে চলে। শয়তানের আনুগত্য পরিত্যাগ করুন। হিজাবের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান ইসলাম ও কুফফারদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ। এই সন্ত্রাসী কুফফাররা চায় মহিলারা তাদের ধর্মকে পরিত্যাগ করুক। প্রথম কাজ হচ্ছে মহিলারা তাদের নিকাবকে পরিত্যাগ করুক এবং যখন মহিলারা নিকাব পরিধান ছেড়ে দিবে তখন তাঁরা ধর্মের অন্যান্য অংশ পরিধান করাও ছেড়ে দিবে।

অতএব মুসলিম বোনদেরকে এইটি ভালোভাবে রক্ষা করতে হবে । আমার মুসলিম বোনেরা আপনারা জানেন যে পশ্চিমারা আপনাদেরকে পন্যদ্রব্যের মত বানিজ্য করা এবং ইসলামের খুঁটিকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কিছুই করতে চায় না। মুসলিম মহিলাদের জন্য ইসলামের খুঁটিগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে হিজাব। এইটি হচ্ছে আপনাদের পবিত্রতা এবং বিশুদ্ধতা ও পর্দা।

পশ্চিমা বিশ্ব চায় না আপনারা হিজাব পরিধান করা অব্যাহত রাখেন কারন আপনারা হিজাব পরা অব্যাহত রাখলে তাদের চরিত্র এবং সামাজিক অভ্যাসের নীচুতা ও হীনতা ফুটে উঠবে। পশ্চিমা কুফফাররা মহিলাদের নিয়ে বানিজ্য করতে চায় এবং মহিলাদেরকে সস্তা পণ্য মনে মনে করে । মহিলারা তাদের জন্য না অলজ্ঘনীয় না সম্মানিত কিন্তু সে তাদের জন্য শয়তান ও নির্লজ্জ বানিজ্য করার উৎস । এই সমস্ত কিছু থেকে আমরা আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই।

কিন্তু পর্দানশীল মহিলারা তাদের ঘরে এবং বাইরে অলজ্ঘনীয় ও সম্মানিত এবং তিনি একজন মূল্যবান রত্ন এবং খুবই দামি রত্ন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেনঃ

"হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"**(সূরা আল আহযাব ৫৯)**

এই কথাগুলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেছেন তাঁর নবীর (সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম) স্ত্রী এবং কন্যা এবং মুসলিম মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে । সুতারাং আমার প্রিয় বোনেরা আমাদের উচিত শরীআহর হিজাবকে সবসময় মেনে চলা এবং এইটিই আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যানকর হবে।

দ্বিতীয়ত, আমি আমার মুসলিম বোনদেরকে পরামর্শ দিব তাদের পুত্রদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে এবং তাঁর পথে জিহাদের ভালোবাসার জন্য উত্তোলন করার জন্য । তাদের ভাই, স্বামী এবং পুত্রদেরকে মুসলমানদের ভূমি ও তাদের সম্পদ রক্ষা করা এবং দখলদারদের থেকে এইগুলো উদ্ধার করতে উদ্দীপ্ত করার জন্য যারা মুসলমানদের ভূমিগুলোতে নৃশংসতা চালিয়েছে এবং ইহার সম্পদগুলোকে ছিনতাই করেছে । উম্মাহকে জেগে তুলুন তাদের বিরুদ্ধে যারা শত্রু বাহিনীর সাথে একসাথে কাজ করতেছে এবং মুসলিম ভূমিগুলোকে তাদের কাছে তুলে দিচ্ছে।

আমি আরও পরামর্শ দিব মুজাহিদদেরকে দোয়া ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করার জন্য। আহত ও বন্দীদের পরিবারকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করার জন্য এবং তাদের সন্তান ও মহিলাদেরকে দান করার জন্য। এই কঠিন জীবনে তাদের সাহায্য সহযোগীতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

এবং আমি আমার বোনদেরকে রসূল সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামের হাদীসটি স্মরন করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেনঃ "রোজা নিরাপত্তা দেয় এবং সদকা গুনাহ মাফ করে যেভাবে পানির মাধ্যমে আগুন নিভে যায়" (সনদ তিরমিজী এবং এইটি হাসাহ সহীহ)

আমি আমার বোনদেরকে রসূল সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামের এই হাদীসটিও স্মরন করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেনঃ "হে মহিলাদের জনতা, দান করুন কারন আমি আপনাদের বেশিরভাগকে জাহান্নামের অধিবাসী হিসেবে দেখেছি" (সনদ বুখারি)

এবং আমি ইসলামিক বিশ্বের প্রত্যেক জায়গার মুসলিম বোনদের কাজ সম্পর্কে আশ্বস্ত করছি। মহিলারা হচ্ছে পুরুষদের বোন। এইভাবে মুসলিম মহিলাদের উচিত তাঁর দ্বীন ও ভূমি রক্ষা করতে পুরুষদের পাশে থাকা।

এইভাবে তাঁর উচিত হবে তাঁর নিজেকে রক্ষা করা । যদি সে টাকা দিতে না পারে এবং যদি সে তাঁর মুসলিম বোনদেরকে মসজিদগুলো, ,স্কুলগুলো, প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং ঘরগুলোতে দ্বীনের দিকে আহবান করতে না পারে, এবং যদি সে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে অসমর্থ হয় তাহলে তাঁর উচিত হবে তাঁর দাওয়াতগুলোকে লিখা ও এইটি প্রচার করা এবং মুজাহিদদের আহবানগুলোকে প্রচার করা । ইনশাআল্লাহ্ এইগুলো পৌঁছবে। এইভাবে সে খুঁজে পাবে মনযোগী কর্ণ এবং হৃদয়গুলো। অতএব আমার প্রিয় বোনেরা আমি প্রত্যাশা করি যা কিছু সম্ভব তা থেকে আমাদের দ্বীনকে সাহায্য করতে আপনারা ক্লান্ত অথবা বিরক্ত হবেন না ।

বর্তমান জিহাদে মুসলিম মহিলাদের কাজ কেমন হবে এই বিষয়ে অনেক প্রশ্নের উদয় হয়েছে । আল্লাহ্‌র পথনির্দেশিকায় আমি বলব প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য জিহাদ হচ্ছে ফরজে আইন। কিন্তু মুসলিম মহিলাদের জন্য যুদ্ধ করা সহজ নয় এর জন্য মাহরাম প্রয়োজন। মহিলাদের যাওয়া এবং ফিরে আসার জন্য মাহরাম থাকা উচিত। কিন্তু আমরা আমাদের দ্বীনকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারি এবং আমাদের উচিত হবে নিজেদেরকে মুজাহিদদের সাহায্য করায় নিয়োজিত রাখা ও তাঁরা আমাদেরকে যে কাজটি করতে বলবে তা পুরোপুরি আদায় করতে হবে। আমরা তাঁদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারি অথবা যেকোন সেবা দিতে পারি অথবা তথ্য দিতে পারি অথবা পরামর্শ দিতে পারি অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহন করতে পারি অথবা একটি শহীদি আক্রমন পরিচালনা করতে পারি। ফিলিস্তিন,ইরাক এবং চেচনিয়ার অনেক বোন শহীদি আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। এভাবে শত্রুদেরকে হয়রান করে তুলেছিলেন এবং এর ফলে তাদের বিরাট পরাজয় ঘটেছিল।

কিন্তু আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে মুজাহিদদের সন্তান, তাদের ঘর এবং তাদের গোপণ বিষয়গুলো রক্ষা করা এবং তাদের সন্তানদের সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা । সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র আপনাদের মুহাজির বোনেরা এই মাঠে অনেক ধৈর্য্য, অবিচলতা, সাহসিকতা এবং সংযমের সহিত দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে এবং আখিরাতকে ভালোবেসে ইহার জন্য কাজ করতেছে। যদিও জীবনধারন করতে অনেক কষ্ট হচ্ছে এবং তাদের স্বামী,সন্তান ও পিতাদেরকে হারাচ্ছে এবং স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে। অনেককে জালিমের জেলখানায় নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে কিন্তু এরপরও আপনাদের মুহাজির বোনেরা সবর করতেছে এবং আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি খোঁজার চেষ্টা করতেছে। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র।

আমার বিবৃতির শেষে আমি আমার বোনদেরকে এইটি স্মরন করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের শেষ এবং প্রস্তুতিগুলো আল্লাহ্‌র কাছে লিখিত থাকবে। এবং একজনের মৃত্যুতে জিহাদকে ত্বরান্বিত হবে না, না এর প্রস্তুতি কমবে। আজ দখলকৃত মুসলিম ভূমিগুলোর বিদেশী কুফফারদের বিরুদ্ধে , তিনটি পবিত্র স্থান নিয়ন্ত্রনকারী ও দখলকারীদের বিরুদ্ধে , দালাল শাসকগোষ্ঠীর যারা মুসলিমদেরকে নিয়ন্ত্রন করতেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ হয়ে উঠেছে। আলেমরা এই বিষয়ে একমত যে এই ধরনের শাসকগোষ্ঠিকে উৎখাত করা প্রয়োজন।

এই বিষয়ে শহীদ আব্দুল্লাহ আযযাম (আল্লাহ্‌ তাঁর উপর রহম করুন) বলেনঃ স্পেনের পতনের পর থেকে জিহাদ উম্মহর উপর ফরযে আইন।

মুজাহিদদের কমান্ডাররা উম্মাহকে জিহাদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আহবান করতেছে। আমার বোনেরা আমাদের দ্বীনের ফরজ দায়িত্ব থেকে বিরত থাকা উচিত নয় এবং আমাদের উচিত অন্যদেরকে এতে উদ্দীপ্ত করানো।

এবং আপনাদেরকে এই আনন্দ দিতে পারি যে জিহাদই হচ্ছে বিজয় এবং উন্নয়নের মাধ্যম। পশ্চিমা মিডিয়ার মিথ্যাচার সত্ত্বেও জিহাদের বিভিন্ন মাঠে ক্রুসেডার ও ইহুদিদের ক্ষতির কিছুটা এরা প্রচার করতেছে। কিছু সত্যকে পরিবর্তন করা ছাড়া আর কিছু পরিবর্তন করে না এবং ইহার অধিকাংশই গোপণ করে রাখে। অতএব আপনাদের উচিত মুজাহিদদের মিডিয়াকে গ্রহন করা যা মুজাহিদদের প্রকৃত অবস্থাকে তুলে ধরছে এবং এর মাধ্যমে পশ্চিমা মিডিয়ার মিথ্যাচারের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়বে। এবং এইখানে আমি আপনাদের সামনে জীবিত এইটিই হচ্ছে পশ্চিমা কুফফারদের অসামর্থ্যের একটা উদাহরন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ক্রুসেড ঘোষনার

আট বছর পড়েও আমরা এখনও আছি । জিহাদ চেচনিয়া থেকে ইসলামিক আলজেরিয়া ছড়িয়ে গেছে। এইভাবে আল্লাহ্‌র বিজয়ের প্রতি বিশ্বাস আছে যিনি তাঁর কিতাবে বলেনঃ

"যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।**" *(সূরা আন নিসা ৭৬)***

এবং আমি আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র হিফাজতে রেখে গেলাম

আমাদের সর্বশেষ দোয়া সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি এই বিশ্বের মালিক এবং শান্তি ও অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ(সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম), তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাথীদের উপর।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহ

আপনাদের বোন
উমায়মাহ হাসান আহমেদ মুহাম্মদ হাসান

আপনদের ভাই আইমান আল জাওয়াহিরির সহধর্মিনী

মুজাহিদদের জন্য দোয়া কামনা করছি

অনুবাদ

আনসারুল্লাহ বাংলা ব্লগ

http://ansarullah.co.cc/bn/